

## Indian Charcoal Tree: *Trema orientale* (L.) Blume; Family- Ulmaceae

Indian charcoal tree, *Trema orientale* belongs to the family Ulmaceae. It is a fast-growing tree that is widely distributed in tropical and subtropical regions of Old World. It is a pioneer species that can grow in poor soil and is often used to regenerate forest areas by providing shade and protection to other plants. It is a nitrogen-fixing plant and can thereby improve soil fertility for plants growing in its vicinity. It is known as the "jungle fuel" due to its common occurrence in West Bengal, the tree reveals the presence of charcoal in any places where it grows. Although *Trema orientale* is a native of tropical and subtropical regions, it has a wide range and is globally naturalized. There is no evidence that a single genetically distinct mythologically potent race exists, though it has a too prominent religious connotation, no certain regional or tribal folklore or spiritual association to it. *Trema orientale* has a high ecological impact with at least 14 species of butterfly using it as a larval host plant. Several species of birds eat the fruits or feed on the abundant insects which live in or on these trees. Pigeons and doves are often found in these trees where they can eat the fruits or make their nests, giving the origin of the name "pigeon wood". In the Philippines, the leaves, fruits and seeds are eaten by cattle, buffaloes, goats and sheep as fodder, also browsed by game animals and can be made into spinach.

ভারতীয় কাঠকয়লা গাছ, ট্রেমা ওরিয়েন্টেল উল্মেসী পরিবারের অন্তর্গত। এটি একটি দ্রুত বর্ধনশীল গাছ এবং প্রাচীন বিশ্বের প্রাচ্যের গ্রীষ্মমন্ডলীয় এবং উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। এটি একটি অগ্রণী প্রজাতি গাছ, অনুর্বর মাটিতে জন্মাতে পারে এবং প্রায়শই অন্যান্য গাছপালাকে ছায়া এবং সুরক্ষা প্রদান করে বনাঞ্চলের পূর্ণোৎপাদন করতে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি নাইট্রোজেন-সংশোধনকারী উদ্ভিদ এবং যার ফলে এটির আশেপাশে বেড়ে ওঠা উদ্ভিদের বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। পশ্চিমবঙ্গে এটি সাধারণভাবে পাওয়া যাওয়ার কারণে "জঙ্গলের জ্বালানি" হিসাবে পরিচিত, গাছটি যে কোনও জায়জাওয়া জন্মায় তাই সেখানে কাঠকয়লার উপস্থিতি প্রকাশ করে। যদিও ট্রেমা ওরিয়েন্টেল গাছটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় এবং উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিস্তৃত পরিসর রয়েছে এবং সারা পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে জন্মাতে দেখা যায়। এটির কোনও একক জিনগতভাবে স্বতন্ত্র পৌরাণিকভাবে শক্তিশালী জাতি বিদ্যমান থাকার প্রমাণ নেই। যদিও এটির একটি অত্যন্ত বিশিষ্ট ধর্মীয় অর্থ রয়েছে, তবুও এটির সাথে কোনও নির্দিষ্ট আঞ্চলিক বা উপজাতীয় লোককাহিনী বা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক নেই। এই গাছটির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত প্রভাব আছে। কমপক্ষে ১৪ রকম প্রজাতির প্রজাপতি এটিকে লার্ভা পোষক উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহার করে। বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ফল খায় বা এই গাছগুলিতে অথবা এই গাছের উপর বসবাসকারী প্রচুর পোকামাকড় খায়। এই গাছগুলিতে প্রায়শই পায়রা এবং ঘুঘু দেখা যায় কারণ এখানে তারা ফল খেতে পারে বা বাসা তৈরি করতে পারে, যার ফলে "কবুতর কাঠ" নামটির উৎপত্তি। এটির পাতা, ফল এবং বীজ গরু, মহিষ, ছাগল এবং ভেড়া খাদ্য হিসেবে ফিলিপাইনে ব্যবহৃত হয়। এটির পাতা, ফল, ইত্যাদি অন্যান্য শিকারী প্রাণীরাও খায় এবং সবজি মিশ্রিত শাক পশু খাদ্যের জন্য ব্যবহার করা হয়।